পাঠের মূলকথা

পাঠশালা হলো এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান যেখানে মানুষ তার শিক্ষকের কাছ থেকে নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভ করে। ‘সবার আমি ছাত্র' কবিতায় কবি পুরো বিশ্বকেই পাঠশালা হিসেবে অভিহিত করেছেন। বিশ্বের প্রকৃতির প্রতিটি ক্ষেত্র থেকেই আমরা শিক্ষা গ্রহণ করে থাকি। যেমন— বায়ু শিখায় কর্মী হতে, পাহাড় শিখায় মৌন-মহান হতে, খোলা মাঠ শিখায় দিল-খোলা হতে। আবার মাটি, পাথর, ঝরনা প্রভৃতির কাছ থেকেও আমাদের অনেক শেখার আছে। এভাবে প্রকৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রই আমাদের জন্য শিক্ষা গ্রহণের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে ওঠে ।

কবি পরিচিতি

নাম : সুনির্মল বসু।

জন্ম পরিচয় : জন্ম সাল : ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দ । জন্মস্থান : ভারতের বিহার । পৈতৃক নিবাস বিক্রমপুর (মুন্সীগঞ্জ), ঢাকা ।

সাহিত্যকর্ম : শিশু-কিশোরদের জন্য তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : ছানাবড়া, বেড়ে মজা, হৈচৈ, হুলস্থূল, কথা শেখা, পাততাড়ি, মরণের ডাক, ছন্দের টুংটাং, শহুরে মামা, বীর শিকারী, টুনটুনির গান ইত্যাদি। পরিচালক : শিশুপাক্ষিক 'কিশোর এশিয়া' । অন্যান্য : তিনি দক্ষ চিত্রশিল্পী ছিলেন।

জীবনাবসান : ১৯৫৭ খ্রিষ্টাব্দ।

অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

পাঠ্যবইয়ের প্রশ্নের উত্তর শিখি

১৷ কবিতার মূলভাব জেনে নিই ৷

প্রকৃতির কাছে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। বিশাল আকাশের দিকে আমরা যখন তাকাই, তখন তার কাছে শিক্ষা পাই. উদারতার। তেমনিভাবে বায়ুর কাছে শিক্ষা পাই, কর্মী হওয়ার, পাহাড়ের কাছে শিক্ষা পাই মৌন-মহান হওয়ার, খোলা মাঠের কাছে দিল-খোলা হওয়ার। সূর্যের কাছে শিখি আপন তেজে দীপ্ত হতে, চাঁদের কাছে শিখি মধুরতা ও নম্রতা। সাগরের কাছে শিখি বিশাল অন্তরের অধিকারী হতে, আর নদীর কাছে শিখি দ্রুত বেগে', ছুটতে। এমনিভাবে মাটি, পাথর, ঝরনা প্রভৃতির কাছ থেকেও আমাদের অনেক শেখার আছে। তাই এ বিশাল পৃথিবী আমাদের শেখার ও জানার এক বিরাট পাঠশালা ।

2. নিচের শব্দগুলোর অর্থ জেনে নিই ও বাক্যে প্রয়োগ করি ।

উদার-মহৎ, দানশীল। উদার মনের মানুষকে সবাই ভালোবাসে।

মৌন-মহান - নীরব ও শ্রেষ্ঠ।— পাহাড় ও আকাশ মৌন-মহান হওয়ার শিক্ষা দেয় ।

দিল-খোলা-মুক্তপ্রাণ, উদারহৃদয়।- কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন দিল-খোলা মানুষ ।

মন্ত্রণা-পরামর্শ, যুক্তি, উপদেশ। মহান শিক্ষকের কাছে যে মন্ত্রণা লাভ করেছি তা আমার জীবনে সবচেয়ে বড় শিক্ষা

সহিষ্ণুতা-সহ্যশক্তি, সহনশীলতা।— সহিষ্ণুতা মহৎ গুণ

দীক্ষা-কোনো বিদ্যায় বা কাজে কিংবা সংকল্প সাধনে বিশেষ উপদেশ লাভ। আমি শিক্ষকের কাছে থেকে দেশপ্রেমের দীক্ষা গ্রহণ করেছি ।

৩ । যুক্তবর্ণ চিনে নিই ৷

সহিষ্ণুতা-ষ্ণ (ষ্+ণ) : কৃষ্ণ, তৃষ্ণা।

মন্ত্রণা-ন্ত্র (ন্ + ত্ + র) : যন্ত্রণা, অন্ত্র ।

৪ । কথাগুলো বুঝে নিই ৷

হই যেন ভাই মৌন-মহান –- পাহাড় আকারে বড়ো হলেও নিজেকে নিয়ে বড়াই করে না। কবি বলতে চান যে, পাহাড় বড়ো হলেও শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করে না। তেমনি মানুষও নানা গুণের অধিকারী হবে, কিন্তু আত্মপ্রচার বা অহংকার করবে না ।

দিল-খোলা হই তাই রে – - খোলা মাঠে আমরা যে দিকে ইচ্ছা সে দিকে যেতে পারি। মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতে পারি । খোলা মাঠ প্রশস্ততার প্রতীক। এ জন্য বলা হয়েছে, খোলা মাঠ আমাদের মনের প্রসারতা বাড়ানোর শিক্ষা দেয়।

অন্তর হোক রত্ন-আকর সাগরে মুক্তা ও প্রবাল পাওয়া যায় ৷ এসব জিনিস খুব মূল্যবান। সাগর যেমন নানা রকম মণিমুক্তা ধারণ করে, তেমনি আমাদের অন্তরও সুন্দর গুণাবলিতে পরিপূর্ণ থাকা উচিত|

বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর - এই বিশ্ব অনেক বড়। তার কাছ থেকে আমাদের শিক্ষার শেষ নেই। তাই পৃথিবীকে বলা হয় একটি বিশাল পাঠশালা ।

৫ । প্রশ্নগুলোর উত্তর মুখে মুখে বলি ও লিখি।

প্রশ্ন ক. আকাশ, বায়ু ও পাহাড় আমাদের কী শিক্ষা দেয়?

উত্তর : আকাশ আমাদের উদার হতে শিক্ষা দেয়, বায়ু আমাদের কর্মী হওয়ার শিক্ষা দেয় আর পাহাড় শেখায় তার মতো মৌন-মহান হতে।

প্রশ্ন খ. খোলা মাঠ কী উপদেশ দেয়?

উত্তর : খোলা মাঠ দিল-খোলা হওয়ার উপদেশ দেয় ।

প্রশ্ন গ. সূর্য ও চাঁদ আমাদের কী শেখায়?

উত্তর : সূর্য আমাদের আপন তেজে জ্বলার শিক্ষা দেয় আর চাঁদ হাসতে ও মধুর কথা বলতে শেখায় ।

প্রশ্ন ঘ. মাটি কীভাবে আমাদের সহিষ্ণুতা শিক্ষা দেয়?

উত্তর : মাটির উপর দিয়ে আমরা প্রতিনিয়ত চলাচল করি, মাটিকে কাটি, আবার চাষ করি, বড়ো বড়ো ঘর, উঁচু উঁচু দালান বানাই। তবুও মাটি সবকিছু ধৈর্য ধরে সহ্য করে। এভাবেই মাটি আমাদের সহিষ্ণুতার শিক্ষা দেয়।

প্রশ্ন ঙ. বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর' এ কথার অর্থ কী?

উত্তর : 'বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর'- চরণটি দ্বারা কবি সমস্ত পৃথিবীটাকে শিক্ষার অন্যতম স্থান হিসেবে ইঙ্গিত করেছেন। কৰি 'সবার আমি ছাত্র' কবিতায় পৃথিবীকে এক বিশাল শিক্ষাক্ষেত্র হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। কারণ পৃথিবীর প্রতিটি অনুষঙ্গ থেকেই আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি। আকাশ, বাতাস, ঝরনা, মাটি, চাঁদ, সূর্য ইত্যাদি থেকে প্রতিনিয়ত আমরা শিক্ষা গ্রহণ করি। পৃথিবীতে ছড়ানো শিক্ষার এই আধার দেখেই কবি পৃথিবীজুড়েই তাঁর পাঠশালা বলে উক্ত চরণে উল্লেখ করেছেন।

প্রশ্ন চ. সাগর ও নদী আমাদের কী শেখায়?

উত্তর : সাগর আমাদের বিশাল অন্তরের অধিকারী হতে শিক্ষা দেয়, আর নদী আমাদের দ্রুত বেগে ছুটতে শেখায়

৬ । বিপরীত শব্দগুলো মিলিয়ে লিখি ।

উদার-নেভা

মৌন-অসহিষ্ণুতা

নেভা -অসহিষ্ণুতা

খোলা-কোমল

জ্বলা-অনুদার

সহিষ্ণুতা -বন্ধ

কঠোর-মুখর

উত্তর :

উদার-অনুদার

মৌন-মুখর

খোলা-বন্ধ

জ্বলা-নেভা

সহিষ্ণুতা-অসহিষ্ণুতা

কঠোর-কোমল

৭ একই অর্থ হয় এমন শব্দগুলো জেনে নিই ৷

আকাশ-গগন, অম্বর, আসমান

বায়ু-বাতাস, হাওয়া, পবন, সমীরণ

পাহাড় -পর্বত, শৈল, গিরি

সূর্য-রবি, তপন, দিবাকর, প্রভাকর

চাঁদ-চন্দ্র, শশী, বিধু, ইন্দু, শশাঙ্ক

নদী - তটিনী, নির্ঝরিণী, প্রবাহিণী, স্রোতম্বিনী

মাটি- ভূমি, মৃত্তিকা

পৃথিবী-ধরণী, ধরা, ধরিত্রী, বসুন্ধরা

পরীক্ষা/ মূল্যায়ন নির্দেশনার আলোকে চূড়ান্ত প্রস্তুতি উপযোগী প্রশ্ন ও উত্তর

১. প্রশ্ন, কবি ও কবিতার নামসহ সবার আমি ছাত্র' কবিতার প্রথম ৮ লাইন লেখ :

উত্তর :

সবার আমি ছাত্র

সুনির্মল বসু

আকাশ আমায় শিক্ষা দিল

উদার হতে ভাই রে,

কর্মী হবার মন্ত্র আমি

বায়ুর কাছে পাই রে ।

পাহাড় শিখায় তাহার সমান—

হই যেন ভাই মৌন-মহান,

খোলা মাঠের উপদেশে-

দিল-খোলা হই তাই রে ।

2. প্রশ্ন । উপযুক্ত শব্দটি বাছাই করে নিচের বাক্যগুলোর শূন্যস্থান পূরণ কর :

সহিষ্ণুতা, দিবারাত্র, কর্মী, খোলা, মৌন-মহান,

ক. ---- হবার মন্ত্র আমি

বায়ুর কাছে পাই রে ।

খ. পাহাড় শিখায় তাহার সমান,

হই যেন ভাই –-----

গ. ----- মাঠের উপদেশে,

দিল-খোলা হই তাই রে

ঘ. মাটির কাছে ----

পেলাম আমি শিক্ষা ।

ঙ. নানান ভাবে নতুন জিনিস

শিখছি -----

উত্তর :

ক. কর্মী হবার মন্ত্র আমি

বায়ুর কাছে পাই রে ।

খ. পাহাড় শিখায় তাহার সমান,

হই যেন ভাই মৌন-মহান ।

গ. খোলা মাঠের উপদেশে,

দিল-খোলা হই তাই রে ।

ঘ. মাটির কাছে সহিষ্ণুতা

পেলাম আমি শিক্ষা ।

ঙ. নানান ভাবে নতুন জিনিস

শিখছি দিবারাত্র ।

প্রান্তিক মূল্যায়ন/পরীক্ষা প্রস্তুতির জন্য শিখে নিই

রচনামূলক প্রশ্নের উত্তর ৷

প্রশ্ন ১। আকাশ আমাদের কী শিক্ষা দেয়? বুঝিয়ে লেখ ৷ উত্তর : আকাশ তার অসীমতা দিয়ে উদার হতে শিক্ষা দেয়। ‘সবার আমি ছাত্র' কবিতায় কবি সুনির্মল বসু বলেছেন, আকাশ তাঁকে উদার হতে শেখায় । মানুষ মূলত প্রকৃতি থেকেই শিক্ষাগ্রহণ করে। প্রকৃতিই মানুষের প্রকৃত শিক্ষক। আকাশ প্রকৃতিরই উপাদান। মাথার উপর যে আকাশ তার বিশালতা অনেক। অসীম আকাশ মানুষকে তার মতোই অসীম ও উদার হতে শেখায়। তাই উদারতার শিক্ষা মানুষ আকাশের কাছ থেকেই পায় ৷

প্রশ্ন ২। খোলা মাঠের উপদেশ কবি শুনতে চান কেন? উত্তর : কবি খোলা মাঠের উপদেশ শুনতে চান দিল-খোলা হওয়ার জন্য। কবি খোলা মাঠের মতো দিল-খোলা অর্থাৎ মনখোলা হতে সবাইকে উপদেশ দেন । প্রকৃতির খোলা মাঠ এ পৃথিবীর এক অনন্য অনুষঙ্গ। খোলা মাঠের উদারতা মানুষকে মনখোলা বা মুক্তমনা হওয়ার উপদেশ দেয়। কেননা খোলা মাঠ প্রশস্ততার প্রতীক । খোলা মাঠে আমরা মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াতে পারি। তাই কবি খোলা মাঠের কাছ থেকে দিল-খোলা হওয়ার শিক্ষা পেতে চান ।

প্রশ্ন ৩। বায়ু কীভাবে কবিকে কর্মী হওয়ার মন্ত্র দেয়? ব্যাখ্যা কর ।

উত্তর : বায়ু তার গতি ও কাজের চলমানতার মধ্য দিয়ে কবিকে কর্মী হওয়ার মন্ত্র দেয়। বায়ু বা বাতাস প্রকৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বায়ু গতিশীল। বায়ু সর্বত্র প্রবাহিত হয়। কখনো থেমে থাকে না। সব সময় বায়ু তার কাজ করে। সব সময় কাজ করার মন্ত্রণা বা উৎসাহ কবি বায়ুর কাছ থেকে পান। বায়ু কর্মপ্রেরণার একটি বড় উৎস । কবি তাই বায়ুর কাছে কর্মী হওয়ার মন্ত্র পান।

প্রশ্ন ৪। পাহাড় কবিকে মৌন ও মহান হতে শিক্ষা দেয় কীভাবে?

উত্তর : সমাজে অনেক মানুষ আছে যারা একটু কাজ করে আর আরেকটু বাড়িয়ে বলে। তবে পাহাড় এই পৃথিবীর ভারসাম্য রক্ষা করে, কিন্তু কখনো বড় কথা বলে নিজেকে জাহির করে না । কবি নীরবে মহান ও উদার হয়ে কাজ করার উৎসাহ পাহাড়ের কাছ থেকে পান ৷ এছাড়া কবি মাথা উঁচু করে অনেক বড় হওয়ার স্বপ্নও পাহাড়কে দেখে শেখেন। ধৈর্যে-স্থৈর্যে কবি পাহাড়ের মতো নীরব ও গুণে-কর্মে পাহাড়ের মতো মহান হতে চান ৷ সেই শিক্ষা তিনি পাহাড়ের কাছ থেকে অর্জন করেন। এভাবেই পাহাড় কবিকে মৌন ও মহান হতে শিক্ষা দেয় ।

প্রশ্ন ৫। সূর্য কীভাবে আমাদের আপন তেজে জ্বলতে শিক্ষা দেয়?

উত্তর : সূর্য নিজে জ্বলে আমাদের আপন তেজে জ্বলতে শিক্ষা দেয় । পৃথিবীর প্রতিটি অনুষঙ্গ থেকে আমরা প্রতিনিয়ত শিক্ষা গ্রহণ করি। সূর্যের কাছ থেকে আমরা আপন তেজে জ্বলতে শিখি ৷ প্রত্যেকের নিজের ভেতরের শক্তিকে জাগিয়ে তোলার জন্য সূর্যের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। সূর্যের মতো আমাদের নিজেদের আলোতে সবাইকে আলোকিত করতে হবে। এভাবেই আপন তেজে জ্বলে অন্যের উপকারে আত্মোৎসর্গ করার শিক্ষা সূর্য আমাদের দেয়।

প্রশ্ন ৬। সবার আমি ছাত্র' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? ব্যাখ্যা কর ।

উত্তর : সবার আমি ছাত্র' বলতে কবি নিজেকে এই পৃথিবীর সবকিছুর ছাত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন। মানুষ যখন জন্মলাভ করে তখন সে কোনো কিছু সম্পর্কেই জ্ঞান রাখে না। ধীরে ধীরে মানুষ বড় হয় আর প্রকৃতি ও পরিবার থেকে শিক্ষা লাভ করতে থাকে । মানবিক ও নৈতিকতার শিক্ষাও মানুষ প্রকৃতির কাছ থেকে পায় । কবিও প্রকৃতির আকাশ, পাহাড়, নদী, সূর্য, সবুজ বন, চাঁদ, মাটি সব উপাদান থেকে শিক্ষা লাভ করেন। প্রকৃতির এসব উপাদানের মধ্যে কবিকে কোনোটি উদার, কোনোটি মহৎ, কোনোটি কর্মী. কোনোটি বেগবান, কোনোটি সহিষ্ণু হওয়ার শিক্ষা দান করে। তাই কবি নিজেকে সবার ছাত্র মনে করেন ।

প্রশ্ন ৭। এই পৃথিবীর বিরাট খাতায়”- ব্যাখ্যা কর ।

উত্তর : বিশাল পৃথিবীর মাঝে ছড়িয়ে থাকা জ্ঞানের সমাহারকে বিরাট খাতার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বিরাট এ পৃথিবী মানুষের আবাসস্থল। পৃথিবীর চারপাশে ছড়িয়ে আছে নানা রকমের জ্ঞান। মানুষ প্রতিনিয়ত শিক্ষা গ্রহণ করে তার চারপাশ থেকে। প্রকৃতি, নদী-নালা, গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, আকাশ-বাতাস, চাঁদ-সূর্য ইত্যাদি যেন প্রতিনিয়ত নিজেদের চলার নিয়মে আমাদেরকে নানা শিক্ষা দেয়। প্রকৃতির এই পাদানগুলো প্রতিনিয়ত যেমন দিচ্ছে নানা রকমের শিক্ষা, তেমনই এর পরিসরও অনেক বড়। বিশাল, বিস্তৃত ও জ্ঞানের আধার পৃথিবীর এই প্রাকৃতিক উপাদানগুলোকে তুলনা করা হয়েছে বিরাট খাতার সঙ্গে।

প্রশ্ন ৮। পাঠ্য যেসব পাতায় পাতায়”— চরণটিতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

উত্তর : পাঠ্য যেসব পাতায় পাতায়”— চরণটিতে কবি প্রকৃতিকে পাতা হিসেবে কল্পনা করেছেন, যেখানে শিক্ষার সব বিষয় রয়েছে। কবির কাছে এই পৃথিবী একটি বিরাট খাতা। সেই খাতার পাতায় পাতায় রয়েছে শিক্ষার নানা বিষয়। প্রকৃতির মাঝেই নানা বিষয়ের জ্ঞান রয়েছে, যা কবি কৌতূহল নিয়ে শিখছেন। কবি এই পৃথিবীকে বিরাট খাতা বলার মধ্য দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন— এই পৃথিবী জ্ঞানের আধার, যার পাতায় পাতায় বিভিন্ন জ্ঞানের সমাবেশ ঘটেছে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লিখন ।

প্রশ্ন ১। চাঁদ কীভাবে আমাদের হাসতে শেখায়?

উত্তর : চাঁদ প্রকৃতির খুবই সুন্দর একটি উপাদান। এটি সৌন্দর্যের প্রতীক। চাঁদের এই সুন্দর রূপ যেন হাসিমুখকেই নির্দেশ করে। তাই মানুষ চাঁদকে দেখে হাসতে শেখে ।

প্রশ্ন ২। চাঁদ কীভাবে আমাদের মধুর কথা বলতে শেখায়? উত্তর : চাঁদের সুন্দর রূপ হাসিমাখা মুখের রূপকে ধারণ করে। ফলে মানুষ চাঁদের কাছ থেকে সব সময় হাসিমুখে থাকার শিক্ষা পায়। আর মানুষ সব সময় হাসিমুখে থাকলে স্বাভাবিকভাবেই তার মুখ দিয়ে মধুর কথা বের হবে ।

প্রশ্ন ৩। দিবারাত্র আমরা কীভাবে নতুন জিনিস শিখছি ? উত্তর : মানুষ হিসেবে আমরা প্রতিদিন নানাভাবে প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হই। প্রকৃতির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য থেকে আমরা প্রতিনিয়ত নতুন নতুন জ্ঞান লাভ করছি। এভাবেই আমরা নতুন জিনিস শিখছি ।

প্রশ্ন ৪। প্রকৃতির শিক্ষা কবির কাছে কৌতূহল জাগায় কেন?

উত্তর : আমাদের চারপাশের প্রকৃতির ক্ষেত্র সত্যিকার অর্থেই খুব বিশাল। বিশাল এই প্রকৃতি নতুন রূপে প্রতিনিয়ত আমাদের সামনে এসে হাজির হয়। ফলে কবির মধ্যে কৌতূহলের জন্ম হয় ।

প্রশ্ন ৫। প্রকৃতির শিক্ষায় কেন কবির লেশমাত্র দ্বিধা নেই?

উত্তর : প্রকৃতি তার আপন নিয়ম মেনে সুশৃঙ্খলভাবে চলতে থাকে। তার এই চলায় কোনো ত্রুটি নেই। এর প্রতিটি শিক্ষাই সুনির্ধারিত ও সত্য । তাই প্রকৃতির শিক্ষায় কবির লেশমাত্র দ্বিধা নেই ।

কবিতার মূলভাব লিখ ।

প্রশ্ন। সবার আমি ছাত্র' কবিতার মূলভাব লেখ :

উত্তর : প্রকৃতির কাছে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। বিশাল আকাশের দিকে আমরা যখন তাকাই, তখন তার কাছে শিক্ষা পাই উদারতার। তেমনিভাবে বায়ুর কাছে শিক্ষা পাই কর্মী হওয়ার, পাহাড়ের কাছে শিক্ষা পাই মৌন-মহান হওয়ার, খোলা মাঠের কাছে দিল-খোলা হওয়ার। সূর্যের কাছে শিখি আপন তেজে দীপ্ত হতে, চাঁদের কাছে শিখি মধুরতা ও নম্রতা। সাগরের কাছে শিখি ছুটতে। এমনিভাবে মাটি, পাথর, ঝরনা প্রভৃতির কাছ থেকেও বিশাল অন্তরের অধিকারী হতে, আর নদীর কাছে শিখি দ্রুত বেগে আমাদের অনেক শেখার আছে। তাই এ বিশাল পৃথিবী আমাদের শেখার ও জানার এক বিরাট পাঠশালা।

প্রশ্ন। নিচের শব্দগুলোর অর্থ লেখ :

কর্মী, উপদেশ, তেজ, কঠোর, দ্বিধা, মন্ত্র, পাষাণ।

উত্তর:

কর্মী-যে কাজ করে, কর্মকুশল, কর্মচারী ।

উপদেশ-করণীয় সম্পর্কে নির্দেশনা, পরামর্শ, অনুশাসন

তেজ-শক্তি, প্রতাপ, ঝাঁজ ।

কঠোর-কঠিন, দৃঢ়, শক্ত, অবিচল ।

দ্বিধা-সন্দেহ, সংশয়, কুণ্ঠা।

মন্ত্র-মন্ত্রণা, যুক্তি-পরামর্শ ।

পাষাণ-পাথর ।

প্রশ্ন. নিচের শব্দগুলো দিয়ে বাক্য গঠন কর :

শিক্ষা, উপদেশ, মধুর, পাঠশালা, কৌতূহল, মন্ত্র, পাষাণ ।

উত্তর : শিক্ষা-শিক্ষা মানুষের মনকে আলোকিত করে। উপদেশ-বাবা তার ছেলেকে কয়েকটি উপদেশ দিলেন। মধুর-একটি কোকিল মধুর সুরে ডাকছে।

পাঠশালা-আমাদের গ্রামে একটি পাঠশালা আছে।

কৌতূহল-.অবাক কৌতূহলে শিশুটি প্রকৃতিকে দেখছে ।

মন্ত্র-বাবা তার ছেলেকে মন্ত্র দিচ্ছে।

পাষাণ-সে একজন পাষাণ হৃদয়ের মানুষ ।

প্রশ্ন। নিচের ক্রিয়াপদগুলোর চলিত রূপ লেখ :

হইতে, হইবার, জ্বলিতে, হাসিতে, শিখিতেছি, পাইয়াছি, পাইলাম ৷

উত্তর :

ক্রিয়াপদ চলিত রূপ

হইতে হতে

হইবার হবার/হওয়ার

জ্বলিতে জ্বলতে

হাসিতে হাসতে

শিখিতেছি শিখছি

পাইয়াছি পেয়েছি

পাইলাম পেলাম

৯. সঠিক উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখ (বহুনির্বাচনি) ।

১। কবি সুনির্মল বসু কত সালে জন্মগ্রহণ করেন?

ক) ১৮০২ সালে

খ) ১৮৬১ সালে

গ) ১৯০২ সালে

ঘ) ১৯৬১ সালে

উত্তর : গ) ১৯০২ সালে

২। কবি সুনির্মল বসুর পৈতৃক নিবাস কোথায় ছিল?

ক) কলকাতায়

খ) বিক্রমপুরে

গ) পাবনায়

ঘ) দিনাজপুরে

উত্তর : খ) বিক্রমপুরে

৩. কবি সুনির্মল বসু কত সালে মৃত্যুবরণ করেন ?

ক) ১৯০২ সালে

খ) ১৯৭৫ সালে

গ) ১৯৫৭ সালে

ঘ) ১৯৫০ সালে

উত্তর : গ) ১৯৫৭ সালে

৪।‘সবার আমি ছাত্র' কবিতায় কে উদার হতে শিক্ষা দেয়?

(ক) আকাশ

গ) বায়ু

খ) পাহাড়

(ঘ) সাগর

উত্তর : (ক) আকাশ

৫.‘সবার আমি ছাত্র' কবিতায় বায়ু কী হওয়ার মন্ত্র দেয়?

ক) উদার

(খ) কর্মী

গ) মৌন

(ঘ) সৎ

উত্তর : খ) কর্মী

৬। ‘সবার আমি ছাত্র' কবিতায় পাহাড় কার সমান মৌন-মহান হতে শেখায়?

ক) তার নিজের

খ) চাঁদের

গ) সূর্যের

ঘ) ঝরনার

উত্তর : ক) তার নিজের

৭. 'সবার আমি ছাত্র' কবিতায় কবি কার উপদেশে দিল-খোলা হন?

(ক) আকাশ

খ) পাহাড়

(গ) ' খোলা মাঠ

(ঘ) সমুদ্র

উত্তর : গ) খোলা মাঠ

৮।‘সবার আমি ছাত্র' কবিতায় কে আপন তেজে জ্বলতে মন্ত্রণা দেয়?

(ক) ঝরনা

খ) সূর্য

(গ) চন্দ্ৰ

(ঘ) নদী

উত্তর : খ সূর্য

৯। সবার আমি ছাত্র' কবিতায় চাঁদ কী শেখায়?

(ক) মৌন-মহান হতে

(খ) উদার হতে

(গ) হাসতে

(ঘ) কর্মী হতে

উত্তর : (গ) হাসতে

১০। সবার আমি ছাত্র' কবিতায় কে মধুর কথা বলতে শেখায়?

ক) সূর্য

খ) চাঁদ

গ) পাহাড়

ঘ) সবুজ বন

উত্তর : খ) চাঁদ

১১. সবার আমি ছাত্র' কবিতায় কে দ্রুত বেগে ছুটতে শিক্ষা দেয়?

ক) পাহাড়

(খ) নদী,

(গ) সাগর

(ঘ) ঝরনা

উত্তর : (খ) নদী

১২. সবার আমি ছাত্র' কবিতায় মাটির কাছে আমরা কীসের শিক্ষা পাই?

ক) উদারতার

খ) সহিষ্ণুতার

গ.কর্মী হওয়ার

ঘ) মহান হওয়ার

উত্তর : খ) সহিষ্ণুতার

১৩. সবার আমি ছাত্র' কবিতায় কে আপন কাজে কঠোর হতে শেখায়?

ক) সূর্য

(খ) আকাশ

(গ) ঝরনা

ঘ), পাষাণ

উত্তর : ঘ), পাষাণ

১৪. সবার আমি ছাত্র' কবিতায় বিশ্ব-জোড়া পাঠশালা কার?

ক) আকাশের

খ) কবির

গ) প্রকৃতির

ঘ) বনবনানীর

উত্তর : (খ) কবির

১৫. সবার আমি ছাত্র' কবিতায় কবি কার ছাত্র?

ক) বায়ুর

(খ) পাহাড়ের

(গ) মাটি

ঘ) উপরের সবার

উত্তর : (ঘ) উপরের সবার

১৬. সবার আমি ছাত্র' করিতায় নানান ভাবে নতুন জিনিস কবি কী করছেন?

ক) দেখছেন

(গ) বলছেন

খ) শিখছেন

ঘ) অনুভব করছেন

উত্তর : খ) শিখছেন

১৭. সবার আমি ছাত্র' কবিতায় পাঠ্য সব কোথায়?

ক) নদীতে

(খ) সাগরে

(গ) পাতায় পাতায়

(ঘ) আকাশে

উত্তর : (গ) পাতায় পাতায়

১৮. সবার আমি ছাত্র' কবিতায় কবি কীভাবে সব পাঠ্য শিখছেন ?

ক) সন্দেহ নিয়ে

খ) কৌতূহলে

গ) একা একা

ঘ) সবাই মিলে

উত্তর : খ) কৌতূহলে

১৯. 'সবার আমি ছাত্র' কবিতায় মন্ত্রণা' শব্দের অর্থ কী?

ক) মুক্ত মন

(খ) সবুজ বন

(গ) প্রেরণা

ঘ) ধৈর্য

উত্তর : গ) প্রেরণা

২০. সবার আমি ছাত্র' কবিতায় 'পাষাণ' অর্থ কী?

ক) মাটি

খ) পাথর

(গ) পাহাড়

ঘ) কঠোর

উত্তর : খ) পাথর

২১. সবার আমি ছাত্র' 'কবিতায় কার মতো মৌন-মহান হওয়ার কথা বলা হয়েছে?

ক) আকাশ

খ) মাটি

(গ) পাহাড়

ঘ) ঝরনা

উত্তর : গ) পাহাড়

২২. সবার আমি ছাত্র' কবিতায় পাহাড়ের উচ্চতা আমাদের কী শিক্ষা দেয়?

(ক) গতিশীল থাকার শিক্ষা দেয়

(খ) দিল-খোলা হওয়ার শিক্ষা দেয়

(গ) মৌন-মহান হওয়ার শিক্ষা দেয়

ঘ) সহিষ্ণুতার শিক্ষা দেয়

উত্তর : গ) মৌন-মহান হওয়ার শিক্ষা দেয়

২৩. সবার আমি ছাত্র' কবিতায় পৃথিবীটাকে কীসের সাথে তুলনা করা হয়েছে?

ক) বায়ুর সাথে

গ) বিরাট খাতার সাথে

খ) সূর্যের সাথে

(ঘ) নদীর সাথে

উত্তর : (গ) বিরাট খাতার সাথে

২৪. সবার আমি ছাত্র' কবিতায় সূর্য আমাদের কী দেয়?

ক) মন্ত্রণা

খ) যন্ত্রণা

গ) গতি

ঘ) রত্নভান্ডার

উত্তর : ক) মন্ত্রণা

১০। প্রশ্ন; নিচের কবিতাংশটি পড়ে কে, কী, কোথায়, কীভাবে, কেন, কখন শব্দগুলোর যেকোনো পাঁচটি একবার ব্যবহার করে পাঁচটি প্রশ্নবোধক বাক্য তৈরি করঃ

বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর,

সবার আমি ছাত্র,

নানান ভাবে নতুন জিনিস

শিখছি দিবারাত্র ।

এই পৃথিবীর বিরাট খাতায়,

পাঠ্য যেসব পাতায় পাতায়

শিখছি সে সব কৌতূহলে,

নেই দ্বিধা লেশমাত্ৰ ।

উত্তর :

ক. কে সবার ছাত্র?

খ. কবি নানান ভাবে দিন-রাত কী শিখছেন?

গ. কবি কোথায় নতুন জিনিস শিখছেন?

ঘ. কবি কীভাবে শিখছেন?

ঙ. কবির মধ্যে কেন লেশমাত্র দ্বিধা নেই?

চ. কবি কখন নতুন জিনিস শিখছেন?

১১ ।প্রশ্ন; নিচের যুক্তবর্ণগুলো ভেঙে লেখ এবং শব্দ গঠন কর :

ক্ষ, ন্ত্র, জ্ব, ষ্ণ, শ্ব, দ্ব ।

উত্তর :

যুক্তবর্ণ বিভাজন শব্দ

ক্ষ ক্ + ষ কক্ষ

ন্ত্র ন্ + ত + (র-ফলা) তন্ত্র

জ্ব জ্‌ + ব জ্বর

ষ্ণ ষ + ণ উষ্ণ

শ্ব শ + ব অশ্ব

দ্ব দ + ব দ্বন্দ্ব

প্রশ্ন ১২। নিচের শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ লেখ :

আকাশ, উদার, ভাই, খোলা, তেজ, সহিষ্ণুতা, ছাত্র ।

উত্তর :

প্রদত্ত শব্দ বিপরীত শব্দ

আকাশ পাতাল

উদার অনুদার

ভাই বোন

খোলা বন্ধ

তেজ নিস্তেজ

সহিষ্ণুতা অসহিষ্ণুতা

ছাত্রী ছাত্র

১২ অথবা,

প্রশ্ন । নিচের শব্দগুলোর সমার্থক শব্দ লেখ :

আকাশ, কর্মী, বায়ু, পাহাড়, চাঁদ, পাষাণ, বিশ্ব

উত্তর :

প্রদত্ত শব্দ সমার্থক শব্দ

আকাশ গগন, অম্বর, অন্তরিক্ষ ।

কর্মী শ্রমিক, কর্মচারী

বায়ু বাতাস, পবন, সমীরণ ।

পাহাড় পর্বত, গিরি, অদ্রি ।

চাঁদ চন্দ্রমা, সুধাকর, শশধর ।

পাষাণ পাথর, প্রস্তর, উপল।

বিশ্ব ভুবন, জগৎ, ব্রহ্মাণ্ড ।

(১৩) প্রশ্ন। নিচের বাক্যগুলো এককথায় প্রকাশ করে লেখ :

উদারতা আছে যার; কাজ করে যে; মৌন ও মহান যে; দিল খোলা যার; পাঠদান ও গ্রহণ করার স্থান; বিশ্বজুড়ে আছে যা; পড়ার যোগ্য।

উত্তর :

উদারতা আছে যার- উদার

কাজ করে যে— কৰ্মী

মৌন ও মহান যে— মৌন-মহান

দিল খোলা যার— দিল-খোলা

পাঠদান ও গ্রহণ করার স্থান— পাঠশালা

বিশ্বজুড়ে আছে যা - বিশ্বজোড়া

পড়ার যোগ্য— পাঠ্য

গুরুত্বপূর্ণ অতিরিক্ত প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন। নিচের ক্রিয়াপদগুলোর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ রূপ লেখ :

দেওয়া, পাওয়া, হওয়া, শেখা, বলা।

উত্তর :

ক্রিয়াপদ অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ

দেওয়া দিয়েছিলাম দিয়েছি দেব

পাওয়া পেয়েছিলাম পেয়েছি পাব

হওয়া হয়েছিল হয়েছে হবে

শেখা শিখেছিলাম শিখেছি শিখব

বলা বলেছিল বলেছে বলবে

প্রশ্ন। নিচে প্রদত্ত কবিতাংশে সঠিক বিরামচিহ্ন বসিয়ে পুনরায় লেখ :

বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর

সবার আমি ছাত্র

নানান ভাবে নতুন জিনিস

শিখছি দিবারাত্র

এই পৃথিবীর বিরাট খাতায়

পাঠ্য যেসব পাতায় পাতায়

শিখছি সে সব কৌতূহলে

নেই দ্বিধা লেশমাত্র

উত্তর :

বিশ্বজোড়া পাঠশালা মোর,

সবার আমি ছাত্র,

নানান ভাবে নতুন জিনিস

শিখছি দিবারাত্র ।

এই পৃথিবীর বিরাট খাতায়,

পাঠ্য যেসব পাতায় পাতায়

শিখছি সে সব কৌতূহলে,

নেই দ্বিধা লেশমাত্র ৷